



6991 - শরিয়তসম্মত হজিাবের বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রশ্ন

ইসলামী হজিাবের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা অপরিহার্য সেগুলো ক'কি? কারণ হজিাবের হরকে রকম মডলে রয়েছে।

ডেনেমার্কের নাগরিক আমার এক বান্ধবী আছে। যিনি কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করছেন। (আলহামদু লিল্লাহ) ইসলাম গ্রহণ করে তিনি খুশি। তিনি হজিাব পরতে চান।

আশা করছি, আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে, ‘হজিাব সর্বাঙ্গ-আচ্ছাদনকারী লম্বা পোশাক (জলিবা) হওয়া আবশ্যিক’ এ বিষয়টিকে কোথায় উদ্ধৃত আছে? তিনি আপনার জবাবের খুবই মুখাপেক্ষী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ আলবানী (রহঃ) বলেন:

হজিাবের শর্তাবলি হচ্ছে:

এক: সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা; শুধু যে অংশটুকুর ব্যাপারে ব্যতিক্রম বহান এসেছে সেইটুকু ছাড়া:

এই শর্তটি আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে রয়েছে: “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমনিদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জলিবা (সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী পোশাক) এর একটা অংশ নজিদের উপর ঝুলিয়ে দেয় (যাতে করে গোটো দহে ঢেকে যায় একটা চোখ বা দুইটা চোখ ছাড়া)। এতে করে তাদেরকে (স্বাধীন নারী হিসেবে) চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্থকৃত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্বমশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৯]

প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে সকল সাজ-সজ্জা (তথা সাজগোজের অঙ্গসমূহ) ঢেকে রাখা ও পর-পুরুষের সামনে সে সবের কোন কিছু প্রকাশ না-করা আবশ্যকীয় হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তবে, অনচ্ছাকৃতভাবে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেটোর কারণে তারা গুনাহগার হবে না; যদি তারা অনতবিলম্বে সেটা ঢেকে নেয়।

ইবনে কাছির (রহঃ) তাঁর তাফসিরে বলেন:



অর্থাৎ পর-পুরুষকে সাজ-সজ্জার কোন কিছু দেখাবে না। তবে, যা লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় সটো ছাড়া। ইবনে মাসউদ বলেন: যমেন চাদর ও কাপড়-চোপড়। অর্থাৎ আরব নারীরা যে পদ্ধতিতে মাথা-বন্ধনী ব্যবহার করত; যা দিয়ে নারী তার পোশাককে ঢেকে রাখত। পোশাকের নীচ দিয়ে যে অংশটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নাই। কনেনা সটো ঢেকে রাখা সম্ভবপর নয়।

দুই: পোশাকটি নিজি কারুকাজ খচতি না হওয়া:

যহেতু আল্লাহ বলছেন: “তারা যেনে তাদের সজ্জা প্রকাশ না করে”। এ বাণীটি এর ব্যাপকতা দিয়ে বাহ্যিক পোশাককেও অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সো পোশাক নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক নকশাবিশিষ্ট হয়। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর তোমরা নিজিদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজিদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বড়িও না।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনি ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করো না (অর্থাৎ তাদের পরণিত জিজ্ঞাসার যোগ্য নয়): যে ব্যক্তি (মুসলমানদের) দল ত্যাগ করে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যে দাসী বা দাস পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। যে নারীর স্বামী তার পার্থক্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সফরে বেরিয়েছে, সে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী নিজির রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বড়িয়েছে; এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করো না।”[মুসতাদরাক হাকমে (১/১১৯), মুসনাদে আহমাদ (৬/১৯) গ্রন্থে ফুয়লা বনিতা উবাইদ এর হাদিস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, সনদ সহিহ এবং হাদিসটি ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থেও রয়েছে]

তিনি: পোশাকের বুনন ঘন হওয়া; পোশাক স্বচ্ছ না হওয়া:

কারণ কাপড়ের বুনন ঘন না হলে এর দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয় না। বরং স্বচ্ছ পোশাক নারীকে আরও আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার উম্মতের শেষে যামানায় এমন কিছু নারী আসবে যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও উল্লেখ্য। তাদের মাথার উপরে থাকবে খোরাসানি (লম্বা-গলা বিশিষ্ট) উটের কুঁজের মত (অর্থাৎ তারা নিজিদের চুলের সাথে অন্য কাপড় বা পাগড়ী বঁধে মাথাকে বড় করে ফুটাবে)। তোমরা তাদেরকে লানত কর। কনেনা তারা লানতের উপযুক্ত।” অন্য এক রোয়ায়তে বর্ণিত অংশ হচ্ছে: “তারা জান্নাতের প্রবেশে করবে না। জান্নাতের সুবাসও পাবে না; যদিও জান্নাতের সুবাস এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।”[সহিহ মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস]

ইবনে আব্দুল বারর বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন, যে সকল নারী এমন হালকা কিছু পরিধান করে যা শরীরকে আচ্ছাদিত না করে ফুটিয়ে তোলে; এমন নারীরা নামমাত্র পোশাক পরিহিতা, প্রকৃতপক্ষে এরা উল্লেখ্য।[সুয়ুত ‘তানওয়িরুল হাওয়ালিক’ গ্রন্থে (৩/১০৩) ইবনে আব্দুল বারর থেকে উদ্ধৃত করছেন]

চার: পোশাকটি ঢলিঢোলা হওয়া, শরীরের কোন কিছু ফুটিয়ে তোলে এমন আঁটসাঁট না হওয়া:

কারণ পোশাক পরার উদ্দেশ্যে হচ্ছে- ফতিনা (আকর্ষণ) রোধ করা। ঢলিঢোলা পোশাক ছাড়া এটা রোধ করা সম্ভব নয়। আঁটসাঁট পোশাক যদিও চামড়ার রঙ ঢেকে রাখে, কিন্তু এটানারী দহেরে কথিবা দহেরে অংশ বশিষেরে গঠন-প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলে এবং পুরুষের চোখে চিত্রিত করে। এতই রয়েছে অনৈতিকতা ও অনৈতিকতার দিকে আহ্বান; যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। তাই পোশাক প্রশস্ত হওয়া আবশ্যকীয়। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি মিটেটা মশিরীয় পোশাক উপহার দলিলেন; যে পোশাকটি দহিয়া-কালবী তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সে পোশাকটি আমি আমার স্ত্রীকে পরতে দলিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: তুমি সেই মশিরী পোশাকটি পরছ না কেন? আমি বললাম: আমি আমার স্ত্রীকে দিয়েছি। তিনি বললেন: তাকে আদর্শে দবিরে যাতেরে করে এই পোশাকের নীচে একটি শমেজি পরে। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে- এই পোশাকটির হাড়ের আকৃতি ফুটিয়ে তুলবে।” [হাদিসটি আল-যিয়া আল-মাকদসি ‘আল-আহাদিস আল-মুখতার’ (১/৪৪১) গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন]।

পাঁচ: পোশাকটি সুগন্ধি মাখানো কথিবা ধূপায়িত না হওয়া:

কারণ অনেকে হাদিসে, নারীরা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন সুগন্ধি লাগানো থেকে নিষিদ্ধোক্ত এসেছে। এখানে আমরা সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে এমন কিছু হাদিস উল্লেখ করব:

১. আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী সুগন্ধি মখে (পুরুষ) জনসমষ্টির পাশ দিয়ে গমন করে যাতেরে করে তার সুগন্ধি তাদের নাকে লাগে সে নারী ব্যভিচারী।”

২. যয়নব আল-সাকাফিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যদি তোমাদের কেউ (সম্বোধন নারীকে) মসজিদে আসতে চায় সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে”।

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী ধূপ দ্বারা সুবাসিত হয়েছে সে যেন আমাদের সাথে শেষে-এশার নামাযে হাযরি না হয় (উদ্দেশ্য হচ্ছে- এশার নামায; যহেতু মাগরবিরে নামাযকেও ‘এশা’ বলা হয়, সজেন্য শেষে-এশা বলছেন)”।

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে মুসা বনি ইয়াসার বর্ণনা করেন যে: এক নারী তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যার গায়ে থেকে তীব্র সুঘ্রাণ আসছিল। তখন তিনি বললেন: ওহে পরাক্রমশালী বান্দী, তুমি মসজিদে যতে চাও? মহিলাটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: মসজিদে যাওয়ার জন্যই সুগন্ধি মখেছে? মহিলাটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং গোসল কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “যে নারী তীব্র সুঘ্রাণ নিয়ে মসজিদে আসবে আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না; যতক্ষণ না সে নারী বাড়ীতে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসে।”

এ হাদিসগুলো থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পশে করার প্রকল্পটি হচ্ছে— এ উক্তগুলোর ব্যাপকতা। যাহেতে ‘সুগন্ধি মাখানো’ বা ‘সুগন্ধি লাগানো’ কথাটি শরীরে সুগন্ধি লাগানো এবং জামা-কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষতঃ তৃতীয় হাদিসে ধূপধূনার কথা বলা হয়েছে। ধূপধূনা দহেরে চয়ে পোশাকে বেশি দিয়ে হয় এবং এটি পোশাকের জন্য খাস।

এই নষিধোজ্ঞার কারণ সুস্পষ্ট। যাহেতে সুগন্ধি যটন কামনাকে চাঙগা করে তোলো। আলমেগণ সুন্দর পোশাক, চোখে পড়ে এমন অলংকার, উৎকট সাজগোজ এবং পুরুষদের সাথে অবাধ-মলোমশোকও এর অন্তর্ভুক্ত করছেন। [দখুন: ফাতহুল বারী (২/২৭৯)]

ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন: “এ হাদিস থেকে মসজিদে গমনচ্ছে নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম জানা যায়। যাহেতে সুগন্ধি পুরুষের যটন কামনাকে চাঙগা করে। [আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যায় ‘আল-মুনাওয়ী তাঁর ‘ফায়যুল কাদরি’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেন]

হয়: পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

যাহেতে বেশে কিছু সহি হাদিসে পোশাক-আশাকে কথিবা অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীকে লানত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা যে হাদিসগুলো জানসিগেগুলো থেকে কিছু আপনার কাছে তুলে ধরছি:

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার পোশাক পরাধিকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরাধিকারী নারীকে লানত করছেন।”।

২। আব্দুল্লাহ বনি আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “যে নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে কথিবা যে পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর রূপ ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের রূপ ধারণকারী নারীদেরকে লানত করছেন।”। তিনি আরও বলছেন: “তাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বের করে দাও”। ইবনে আব্বাস আরও বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন এবং উমর (রাঃ) অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদেরকে লানত করছেন।”

৪. আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তিনি শ্রগীর লোক জান্নাতে প্রবেশে করবে না এবং কয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না: পতিমাতার অবাধ্য



সন্তান, পুরুষদরে সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারী এবং দাইয়ুস (ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে যে পুরুষ)।”

৫. ইবনে আবু মুলাইকা (তাঁর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ বনি উবাইদুল্লাহ) বলেন: আয়শো (রাঃ) কে বলা হল: কোন নারী কি (পুরুষের) স্যান্ডলে পরতে পারে? তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদের উপর লানত করছেন।”

এই হাদিসগুলোতে নারীদের জন্য পুরুষের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং পুরুষদের জন্য নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই সাদৃশ্য গ্রহণ পোশাক-পরচ্ছদকে এবং অন্যান্য বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে; শুধু প্রথম হাদিসটি ছাড়া। সেরা হাদিসটি এককভাবে পোশাকের ব্যাপারে।

সাত: কাফরে নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত বিধান হচ্ছে— মুসলিম নর-নারীর জন্য কাফরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা নাজায়ে; সেরা তাদের উপাসনার ক্ষেত্রে হোক, কথিবা তাদের উৎসবের ক্ষেত্রে হোক, কথিবা তাদের নিজস্ব পোশাকাদির ক্ষেত্রে হোক। এটি ইসলামী শরিয়তের মহান একটি নীতি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হচ্ছে— অনেকে মুসলমান এই নীতিকে লঙ্ঘন করছেন; এমনকি যারা দ্বীন পালনে সচতেন, দাওয়াতী কাজে তৎপর তারাও নিজদের অজ্ঞেতাবশতঃ কথিবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, কথিবা সময়ের স্বভাবে গা ভাসিয়ে, কাফরে ইউরোপের অনুকরণে এ নীতিলঙ্ঘন করছেন। যার ফলে, এটি মুসলমানদের পছিয়ে পড়া, দুর্বল হয়ে পড়া, তাদের উপর বধির্মীদের আধিপত্য অর্জন করা ও উপনিবেশবাদে শিকার হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। “নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে”[সূরা রাদ, আয়াত: ১১] হায়, তারা যদি বুঝত।

সকলের জানা উচিত, এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির শুদ্ধতার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল রয়েছে। যদিও কুরআনের দলিলগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ; কিন্তু সুন্নাহতে সেগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে, যতভাবে ব্যাখ্যা সর্বদা সুন্নাহতে এসে থাকে।

আট: পোশাকটি খ্যাতি অর্জনের জন্য না হওয়া:

দলিল হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য পোশাক পরবে কয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাকে আগুন জ্বালাবেন”।[‘হজিাবুল মারআতিল মুসলিমি’ (পৃষ্ঠা ৫৪-৬৭) সংকলতি]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।